দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ : 16 NOV 2012 পৃষ্ঠা : ... কলাম : ৩

প্রবন্ধ

ইউনেস্কোর ৬৮ বছরে পদার্পণ সংকট নিরসনের উদ্যোগ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

বিশ্বের সকল অঞ্চলে সকল ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও বিজ্ঞানের বিকাশে উদ্যোগী ভূমিকা পালনকারী ইউনেস্কোর আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে শান্তির স্বপক্ষে অবস্থান নির্মাণ, মানবাধিকার ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত জাতিসংঘের এ বিশেষায়িত সংস্থাটি স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বব্যাপী সদা প্রশংসিত। সকল দেশ ও মহাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী, শিক্ষানুরাগী সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইউনেস্কোর প্রতীক চিহ্নটি সুপরিচিত। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কারণে ইউনেস্কো বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। একই সাথে বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষায় ভূমিকা পালনের জন্য ইউনেস্কোর নাম উচ্চারিত হয় বিশ্বব্যাপী। আজ ১৬ নভেম্বর ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্র স্বাক্ষরের দিন। ১৯৪৫ সালের এদিনে লন্ডনে স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের বছর ৪ নভেম্বর ২০টি দেশের অনুমোদনের মধ্যদিয়ে এর কার্যকারিতা শুরু হয়। অনুমোদনকারী দেশগুলো হলো : অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মিসর, ফ্রান্স, গ্রীস, ভারত, লেবানন, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্র ১৯৫।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের কাছে ইউনেস্কো অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের সম্মেলনে ১৪৫টি সুপারিশসহ 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' গৃহীত হয়। পরে জাতিসংঘের আরেক সংগঠন, আইএলও তা অনুমোদন করে। এ ধারাবাহিকতায় ২৮ বছর ধরে আলোচনা পর্যালোচনান্তে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে ৫ অক্টোবরের সুপারিশগুলো স্মরণীয় করে রাখতে ওইদিনে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে, ১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা ছিল মূলত নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ স্কুলে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য। মাধ্যমিক (উচ্চ) পরবর্তী স্তরসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ সেখানে ছিল না। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর স্তরে শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের উভয় সুপারিশমালা যুগ্মভাবে 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষক ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করবেন।

১৯৬৬ সনদের ৪ বৈশিষ্ট্য : ০১. 'সামগ্রিক জনস্বার্থে যেহেতু শিক্ষা এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করতে হবে'। (ধারা-১০ গ) 'যেহেতু শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নতির অপরিহার্য উপাদান, সেহেতু শিক্ষা পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে'। (ঐ-ঘ) ০২. 'শিক্ষক সংগঠনগুলোকে শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক অবদানকারী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সম্পৃক্ত করতে হবে'। (ধারা-৯) ০৩. 'শিক্ষকদের বেতন এবং কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি শিক্ষক সংগঠন এবং নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে'। (ধারা-৮২) 'শিক্ষকদের বেতন এমন হতে হবে যাতে সমাজে শিক্ষকতার গুরুত্ব ও মর্যাদা, শিক্ষকতা পেশায় কোন ব্যক্তির যোগদান, তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়'। (ধারা-১১৫) 'বেতন কাঠামো এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে শিক্ষকদের মধ্যে বেতন সংক্রান্ত কোন বৈষম্য বা সংঘাতের সৃষ্টি হতে না পারে। তা সমতাভিত্তিক হবে এবং শিক্ষকদের কোন শ্রেণী বা গ্রুপের মধ্যে কোন অবিচার/ অসমতার সুযোগ সৃষ্টির অবকাশ রাখবে না'। (ধারা-১১৭) ০৪. 'ব্যক্তির বিকাশ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে'। (ধারা-৭৯)

১৯৯৭ সনদের ৪ বৈশিষ্ট্য : ০১. উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষকতা জনসেবা দানকারী একটি পেশা যা উচ্চশিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালিত হবে সে জন্য প্রয়োজন আজীবন পাঠ গ্রহণ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ। (ধারা-৬) ০২. উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পাঠদান, বৃত্তি ও গবেষণার অনুকূলে থাকতে হবে। (ধারা-৭) ০৩. উচ্চশিক্ষায় দায়িত্বপালনকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহকে শিক্ষার উন্নয়নে নৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করে অপরাপর সংশ্লিষ্টদের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (ধারা-৮) ০৪. উচ্চশিক্ষা, নিবেদিত হবে মানব উন্নয়ন ও সমাজের অগ্রগতিতে। (ধারা-১০-এর ক)

ইউনেস্কোকে বর্তমানে মূলত দুটি সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর একটি আর্থিক। অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ও ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন। প্যালেস্টাইনের সদস্য পদ নিয়ে গত বছর ৩১ অক্টোবর থেকে যে বিতর্কের শুরু তার রেশ এখনো কাটেনি। অবশ্য ইউনেস্কোকে ঘিরে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। চল্লিশের দশকের শেষভাগে এবং পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিযোগ ছিল, ইউনেস্কো বেশি মাত্রায় পশ্চিমা ঘেঁষা। আবার ইউনেস্কোর 'নতুন বিশ্ব-তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা' বিশেষ করে ম্যাকব্রাইড রিপোর্টে সংবাদ মাধ্যমের গণতন্ত্রায়ন ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরো সুগম করার কথা বলায় পশ্চিমা দেশগুলো একে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপপ্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করে। ইউনেস্কোকে কম্যুনিস্ট ও তৃতীয় বিশ্বের স্বৈরশাসকদের একটি মঞ্চ আখ্যা দিয়ে বলা হয়, এর একটা অভিসন্ধি হলো পশ্চিমা বিশ্বকে কারণে-অকারণে সমালোচনা করা। ইউনেস্কোর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রশ্নে বিতর্ক তুলে ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো থেকে বের হয়ে আসে এবং সকল অর্থ সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। এর এক বছর পর যুক্তরাজ্য, তারও এক বছর পর সিঙ্গাপুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে ইউনেস্কোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্য, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং ২০০৭ সালে সিঙ্গাপুর আবার ইউনেস্কোতে পূর্ণ সদস্যপদ নিয়ে ফিরে আসে। বর্তমান সংকট নিরসনে মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার নেতৃত্বে ইউনেস্কো ইতোমধ্যে সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মার্কিন প্রশাসনও আগের চেয়ে নমনীয় হয়েছে বলে মনে হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ বিষয়ক ডেপুটি সেক্রেটারি টমাস নাইডসের সাম্প্রতিক বক্তব্যে তার আভাস মেলে। বারাক ওবামা পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় ইউনেস্কোর বহুকৃত অর্থ ছাড়ের সম্ভাবনা আগের চেয়ে বেড়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

বিভিন্ন বিতর্ক ও সংকট মোকাবিলা করেও ইউনেস্কো শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। দেশে দেশে শিক্ষক সংকট নিরসন ও শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অবিরাম কাজ করে চলেছে। দক্ষতার সাথে সংকট নিরসনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করে ইউনেস্কোর সৃজনধর্মী ও মানবতাবাদী উদ্যোগ ও কর্মসূচির কথা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আজ ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, সংস্থাটিতে বিরাজিত সকল অস্বস্তির শিগগিরই অবসান হবে।

গত বছর ইরিনা বোকোভার প্রথম ঢাকা সফরের সময় আমার পক্ষে তাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে ইরিনার বক্তব্য ছিল প্রাঞ্জল ও সুনির্দিষ্ট। উল্লেখ্য, তার প্রথম বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে কয়েকটি ইংরেজি কাগজে আমার লেখা ছাপে। সেগুলো তার হাতে পৌঁছেছে বলে ইউনেস্কো থেকে আমাকে জানানো হয়।

এদিকে ইউনেস্কো ঢাকা অফিস বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মুদ্রণ, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরিতে ইউনেস্কো সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সনদ হিসেবে পরিচিত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের দুই সুপারিশমালার মধ্যে প্রথমটি ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস থেকে বাংলায় অনুবাদ ২০০৮ সালে প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের সুপারিশটিও বাংলায় ছেপে বের করেছে এ বছর ২০১২ সালে। সম্প্রতি ইউনেস্কো ঢাকা অফিস মার্ক ব্রে'র 'ছায়া শিক্ষা ব্যবস্থার মোকাবিলায়' বইটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছে। সমীর রঞ্জন নাথ অনূদিত বইটিতে উল্লেখ করা হয় যে, 'গৃহশিক্ষকতা সাধারণভাবে ন্যায়নীতিহীনভাবে সামাজিক অসমতা সৃষ্টি করছে। এতে যে পরিমাণ মানব ও অর্থ সম্পদ ব্যবহৃত হয়, তা অন্যান্য কাজে আরও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যেত। সমালোচকরা আরও যোগ করেন যে, মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ওলটপালট করে দিয়ে এবং শ্রেণীকক্ষের বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, গৃহশিক্ষকতা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রম বিনষ্ট করে দিতে পারে। ...বইটির শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ছায়া শিক্ষাব্যবস্থার মোকাবিলায়'। এর অর্থ এই নয় যে, গৃহশিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবকিছুই নেতিবাচক। ...গৃহশিক্ষা ব্যবস্থার কতগুলো মূল্যবান সামাজিক উপাদান রয়েছে।...শিক্ষকদের আয় বাড়াতে সহায়তা করছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ বুঝতে সাহায্য করার মধ্যদিয়ে এটি মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের সহায়তা করছে। গৃহশিক্ষকতা না থাকলে এই শিক্ষার্থীরা কোনো কোনো পাঠ হয়ত আদৌ বুঝতো না। তা সত্ত্বেও, এই শিক্ষার বড় ধরনের নেতিবাচক দিক রয়েছে। এটা সাধারণভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে রক্ষা করে অথবা অসমতর হতে উস্কে দেয়। ...গৃহশিক্ষকতার আয়োজনকে দুর্নীতির একটা রূপ হিসেবেও দেখার সুযোগ রয়েছে, যা সামাজিক আস্থা নষ্ট করে দিতে পারে।'

বিভিন্ন বিতর্ক ও সংকট মোকাবিলা করেও ইউনেস্কো শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। দেশে দেশে শিক্ষক সংকট নিরসন ও শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অবিরাম কাজ করে চলেছে। দক্ষতার সাথে সংকট নিরসনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করে ইউনেস্কোর সৃজনধর্মী ও মানবতাবাদী উদ্যোগ ও কর্মসূচির কথা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আজ ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, সংস্থাটিতে বিরাজিত সকল অস্বস্তির শিগগিরই অবসান হবে।

লেখক : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য।